জেদ্দা

জাতীয় সংসদ এবং গণতন্ত্র

আমরা সাধারণ জনগণ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি বানাই। তারা পবিত্র সংসদে বসে খিস্তি খেউর করে আর নানা সুযোগ-সুবিধা নেয়। ওদের লজ্জা নেই

লিখেছেন **শাহরিয়ার হাসান শাহেদ**

রাষ্ট্রের সংবিধানকে পবিত্র সংবিধান বলা হয়। বাংলাদেশের এই পবিত্র সংবিধানে কাঁচি চালানো হয়েছে বার বার। সংশোধনীর নামে অসংশোধিত যখন যা খুশি তাই করা হয়েছে। যারা পার্লামেন্টে নতুন নতুন বিল, আইন ইত্যাদি পাস করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তারা প্রত্যেকে কি এই কাজটি যথার্থভাবে সম্পন্ন করতে পারার মতো যোগ্য ব্যক্তি? কতোটুকু তাদের পড়াশোনা? রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো তৈরির শিক্ষাজ্ঞান কতোটা জানেন তারা? পদাধিকার বা ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, কর্ম বা দায়িত্বের প্রতি প্রকৃতই সৎ বা নিষ্ঠাবান থাকেন কি? জবাবে একটাই মোক্ষম যুক্তি দেখানো যাবে যে, ওরা জনপ্রতিনিধি। জনগণ তাদেরকে ক্ষমতা দিয়েই পাঠিয়েছেন।

কে সেই জনগণ? সন্ত্রাস, সন্ত্রাসের গডফাদার, গ্রাম্য টাউট মাতব্বর এবং গুটিকতক দুশ্চরিত্র সমাজ পতিদের কাছে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে থাকা, স্বাধীন নাগরিক নামের মোড়কে পরাধীন জনতা ভোটদানের ক্ষেত্রে কতোটা স্বাধীন তা একশত ভাগ প্রশ্নসাপেক্ষ। অন্যদিকে কতিপয় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত ভোট প্রার্থীদের কালো টাকার আধিপত্য ও পেশিশক্তির কারণে ভোটারদের বেশির ভাগই অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিম্মি হয়ে পড়ে। সঙ্গত কারণেই জাতীয় নির্বাচনগুলোতে ভোটারদের স্বাধীন মতামত নিশ্চিতভাবে প্রতিফলিত হয় না। এই চরিত্রহীন সিস্টেম ও রাজনীতির বশংবদ ধারায় যারা নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে যাচ্ছেন ওদের প্রায় সবাই প্রভূত অর্থ সম্পদের মালিক এবং কেউ কেউ বীভৎস মাস্তান। যে দেশের বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে, যে দেশটির নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী দৈনন্দিন সংসার যাত্রায় প্রতিনিয়ত হিমসিম খাচ্ছে, সে দেশের জনগণের প্রতিনিধি কারা হচ্ছেন? সঠিক উৎসবিহীন বিত্তশালী, অনৈতিকতার জোরে প্রভাবশালী, ক্ষেত্রবিশেষে মাস্তানরা এই নিরীহ জনগণের প্রতিনিধি হয়ে জাতীয় সংসদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে লাল পাসপোর্ট, ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি, বিলাসবহুল বাড়িসহ লোভনীয় সুযোগ-সুবিধা কেন পাবে? পেটপুরে আহার করে, সুরক্ষিত অট্টালিকায় থেকে, সম্পত্তির পাহাড় গুনে গুনে এদেশের অরক্ষিত নিরীহ জনগণের দুঃখ-কষ্ট বোঝার ক্ষমতা ঠকবাজ রাজনীতিবিদদের কখনোই হবে না। তাই শ্রেণীগত অবস্থান হতেই জনপ্রতিনিধি আসা উচিত।

সিডনি

নতুন দেশ নতুন দিন

নতুন দেশ দেখার আলাদা একটা রোমাঞ্চ আছে। যখনই নতুন কোনো ভূখণ্ডে মানুষ পা রাখে তখন নিজ দেশের সাথে একটা তুলনা করতে ইচ্ছে হয়

প্রতিদিন দু'বার ওরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে। সকাল এগারোটায় আর দুপুর একটায় ওরা স্কুলের মাঠে ছোটাছুটি করে, কখনো সারিবদ্ধ বসে টিচারের নির্দেশ শোনে। মাইক্রোফোনে টিচার নানা নির্দেশ দিতে থাকে, দূর থেকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না কি বলে টিচার। তবে সময় শেষ হলেই টিচার বলে মাথায় দু'হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। যেখানে যে অবস্থায় থাক। ওরা মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। টেকনিকটা বেশ মজার, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ভালো একটা উপায়। মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওরা ক্লাসে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। আমি বারান্দায় বসে প্রতিদিন এ দৃশ্য দেখি। ইংগেল্‌বার্ন স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের এই ছোটাছুটি দেখতে আমার মামী বাগানের কাজ ছেড়ে নিজেও বারান্দার চেয়ারে বসে পড়েন। নতুন কেনা বাড়ির উঠান আর বাগানে তিনি মেয়ের জন্য সবজিবাগান তৈরি করে দিচ্ছেন। ডাটা, লাউ, পুঁই, বেগুন ফলেছে খুব। উঠানে বৃত্তাকারে মূলা শাকের ক্ষেত। গতকালও চিংড়ি মাছ দিয়ে মূলা শাক খেয়েছি। আজ মামী পুঁই শাক তুলেছেন। তার মেয়ে আর মেয়ের জামাই দু'জনেই চাকরিজীবী। খুব ভোরে দু'জনে চলে যায় কর্মস্থলে। দু'নাতি-নাতনিও সকাল সকাল নাস্তা সেরে স্কুলের পথে রওয়ানা হয়। সারাদিন উনি একা বাসায়। কিন্তু কর্মহীন নন, বাগান নিয়ে ব্যস্ত সারাক্ষণ।

ক্যাঙ্গারুকে খাবার দিচ্ছে দুই তরুণী

কোয়ালার সাথে সখ্যতা

আমি যে বাসায় আছি সেটা রেল স্টেশনের লাগোয়া। তাছাড়া পোস্ট ব্যাংক, Woolworth সুপার মার্কেটও খুবই কাছে। আপাততঃ আমার কাজ হচ্ছে সকালের দিকে এসব মার্কেট-সুপার মার্কেট ঘোরা, টুকটাক বাজার করা। বিকালে ভাগ্নেকে নিয়ে হাঁটতে বের হই। ফুটপাত, রাস্তা পেরিয়ে পার্কে চলে যাই। আশপাশের গাছ থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসে। আমি মাথা ঘুরিয়ে ঘুঘু খুঁজি। লম্বা লেজঅলা তিলা ঘুঘু উড়ে যায় গাছ থেকে। একটা নয় ৫-৬টা। আমি সামনে হাঁটতে থাকি। সামনে খোলা মাঠ। নির্জন, কেউ নেই। বাঁ দিকে খালের মত চওড়া পাকা ড্রেন–বৃষ্টির পানি যাবার ব্যবস্থা। তার ওপর ছোট ব্রিজ। আমি ব্রিজ পেরিয়ে বড় বড় আকাশছোঁয়া গাছগুলোর নিচে দাঁড়াই। মাথার ওপর টিয়ে পাখির কিচিরমিচির। কি অপূর্ব সুন্দর টিয়ে– লাল, নীল, সবুজের মিশেল! পাশের গাছে হলদে ঝুঁটি কাকাতুয়া আর ছাই রঙা গালা, মাথায় ওদের লাল ঝুঁটি। সবুজ বনানীর মাঝে বর্ণময় প্রকৃতি আমাকে মুগ্ধ করে। বর্ণিল বিচিত্র এই নতুন দেশে আরো কত বিস্ময় অপেক্ষা করছে কে জানে। পাঠক/পাঠিকাদের কেউ কি এ লেখাটি ডাকে পাঠাবেন। তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব।

Dr. Wahiduzzaman Khan (Ripon)
10/9 Fairmount st, Lakemba
Sydney, NSW-2195, Australia

নিউইয়র্ক

যুদ্ধাপরাধী কিসিঞ্জার!

ড. হেনরি কিসিঞ্জার ৩০ বছর আগে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। মদদ দিয়েছেন স্বাধীনতার যুদ্ধে গণহত্যার। এখন তার বিচার হবে

আমরা পারিনি। ওরা পেরেছে। ওরা আমেরিকান। ওরা সব পারে। গত ৩০ বছরে আমরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের যুদ্ধাপরাধী ও গণ-হত্যাকারীদের বিচার করতে পারিনি। স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বেনিফিশিয়ারি আওয়ামী লীগ, পরোক্ষ বেনিফিশিয়ারী বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ক্ষমতার লোভে সময়ে-অসময়ে ঐসব রাজাকার ও গণহত্যাকারীদের মদদ পেয়ে ধন্য হয়েছে। গণহত্যাকারীদের বিচার করার সাংবিধানিক ও প্রচলিত আইনি সব সুযোগ-সুবিধা থাকার পরও জাতীয় বেইমান সরকারসমূহের ছল-চাতুরী ও লীলা- খেলার কারণে আমরা ঐ পশুদের বিচার করতে পারিনি।

ক্রিস্টোফার হিচেন্স একজন আমেরিকান। একজন ফ্রিল্যান্স যুদ্ধ সাংবাদিক (War Reporter)। ৪০ বছর ধরে যুদ্ধবিগ্রহ ও গণহত্যার ওপর রিপোর্ট করে গেছেন তিনি। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে হাজার হাজার দলিল-দস্তাবেজ। লাউস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামে গণহত্যা, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলেন্দে (সঠিক উচ্চারণ আজেন্দে)-কে হত্যা এবং বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনা শাসকদের মদদদানকারী ও বাংলাদেশে গণহত্যার নীলনকশা প্রণয়নকারী হিসেবে তিনি আমেরিকার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জারকে দায়ী করেন এবং ঐসব গণহত্যার ওপর বিচার চেয়ে তিনি (ক্রিস্টোফার হিচেন্স) ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেডারেল কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। আগামী ৮/৯ মাসের মধ্যেই মামলার শুনানি হবার কথা। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের ভূমিকা কারো অজানা নয়। বাংলাদেশে গণহত্যার কারণে ঘটনার ৩০ বছর পর ডক্টর কিসিঞ্জারের বিচার শুরু হবে আমেরিকার একটি আদালতে। বিচারপ্রার্থী অন্য একজন আমেরিকান নাগরিক। গত ২৫ জানুয়ারি ২০০১ সাল। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সকাল ৯টা। প্যাসেফিক রেডিও নেটওয়ার্কের নিউ ইয়র্কস্থ স্টেশন (Wbai 99.5 F.M) সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচেন্সের একটা সাক্ষাৎকার প্রচার করে। ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, লাউস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশে গণহত্যায় মদদদানকারী হিসেবে ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জারের বিচার হতে হবে এবং তিনি ডক্টর কিসিঞ্জারকে আদালতের কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে যাবেন।

আমি বাঙালি। আমার দেশের গণহত্যার বিচার হবে। বিশ্ব রাজাকার হিসেবে ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জার আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। আজ আমি আনন্দে আত্মহারা।

S.U. Ahmed, P.O. Box # 20715, London Terrace Station
New York, NY 10011-9993, U.S.A

টোকিও

শতায়ুদের গোপন কথা

সম্ভবত জাপানিরাই সবচেয়ে দীর্ঘজীবী হয়। সুষম ও সঠিক খাদ্য, উন্নত চিকিৎসা, লিভিং কন্ডিশন এসব কারণে জাপানে দীর্ঘজীবীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে

১০৮ বছরের গিন কানি ও কিন নারিতা

গড় আয়ুর শীর্ষ দেশগুলোর অন্যতম জাপান। এই দীর্ঘ জীবন লাভের গোপন কথাটি কি? ১৯৬৩ সালে জাপানে শতায়ুর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫৩ জন। সর্বশেষ পরিসংখ্যানে বর্তমান সংখ্যাটি ১৩,০৩৬ জন। যার মধ্যে পুরুষ মাত্র ২১৫৮ জন ও মহিলা ১০,৮৭৮ জন। জাপানি লেখিকা নরিকো আরাকাওয়া সম্প্রতি তার প্রকাশিত 'হাকুসাই নো সকুটাকু' বাংলা করলে 'শতায়ুরা কি খায়' গ্রন্থে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অন্তত পঞ্চাশজন শতায়ুর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রত্যক্ষ করেছেন। ভাত সবারই প্রিয় খাদ্য– সেই সাথে 'তফূ' (ডাল জাতীয় শস্য থেকে তৈরি) সঠিক সুষম খাদ্য এবং ব্যালান্সড খাদ্য তালিকা মত আহার দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য প্রয়োজনীয়। ঘুম ও সামান্য শারীরিক ব্যায়ামও প্রয়োজন। তবে অনেক শতায়ু-নিয়মিত ভাজা-পোড়া খাচ্ছেন, এই বয়সেও পানাহার করছেন, সিগারেট ফুঁকছেন। ১০৮ বছরের এক বৃদ্ধ পিজা থেকে চকোলেট, আইসক্রিম সবই নিয়মিত খান। কিওর (Keio) বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পর্যবেক্ষক প্রায় ৭০০ জন শতায়ুর সাক্ষাৎকার নিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হচ্ছে– সুষম ও সঠিক খাদ্য, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, লিভিং কন্ডিশন এবং একেকজনের একেক ধরনের লাইফস্টাইল তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছে। জাপানের শতায়ুদের প্রসঙ্গ এলেই যে দু'জনের কথা না বললে এ লেখা অপূর্ণ থাকবে তারা হচ্ছেন নাগোয়ার দুই যমজ বোন কিন নারিতা ও গিন কানি, মিডিয়ার কল্যাণে এরা প্রতিটি জাপানির অতি পরিচিত। টিভি পর্দায় তাদের হাসি-খুশি চেহারা আর কৌতুক সবাই উপভোগ করেন। ১০৮ বছরের এই দু'বোনের একজন গতবছর অপরজন এ মাসেই মৃত্যুবরণ করেন। ছবিতে হাস্যোজ্জ্বল দু'বোন।

কাজী ইনসানুল হক
টোকিও, জাপান

টোকিও

মুদ্রণ ত্রুটি

সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় কাজী ইনসানের 'বাঘা মোরি' লেখায় মারাত্মক মুদ্রণবিভ্রাট ঘটেছে। লেখার সূচনায় যে ভূমিকা তাতে লেখা আছে 'নাতনীর জন্মবার্ষিকী পালন করতে রাষ্ট্রীয় খরচে মাসাধিককাল আমেরিকা ঘুরে এলেন জাপানের মত দেশের প্রেসিডেন্ট', সম্ভবত ওটা হতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, কেননা গোটা লেখায় ঐ ভুল তথ্যটি নেই। সংশ্লিষ্ট নিউজডেস্কের অনবধানতায় এটি ঘটেছে।

মাহবুবা রহমান কেয়া, ডক্টরেট স্টুডেন্ট, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

** অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত-**বি.স***

ভিসেনজা

ডলার ও হুন্ডির অবৈধ ব্যবসা

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য এ পর্যন্ত নয়টি ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। এজন্যে প্রবাসীরা গর্বিত...

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ইটালিতে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে বৈধ ও অবৈধ রয়েছে। এখানে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সোনার হরিণ ডলার উপার্জন করি তা বৈধভাবে দেশে পাঠানোর কোনো সুনির্দিষ্ট সুযোগ না থাকায় অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে দেশে পাঠাতে হয়। প্রতিদিন প্রায় কয়েক লাখ ডলার ইটালি থেকে বাংলাদেশ পাঠানো হয়।

ঈদ উপলক্ষে কয়েক লাখ ডলার দেশে পাঠানো নিয়ে প্রবাসীরা বড় বিপদের মধ্যে পড়েছে। দেশে ব্যাংকে ডলারের দামের চেয়ে হুন্ডিতে কিছুটা বেশি এবং দ্রুত প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর জন্যই প্রবাসীরা বাধ্য হয়েই হুন্ডিতে দেশে টাকা পাঠায়। এই হুন্ডির ব্যবসা করে ইটালিতে অনেকে কোটি কোটি টাকার বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছে। যারা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন তারাও অনেকে এই হুন্ডির ব্যবসার সাথে জড়িত। এতে ব্যবসায়ীদের সুবিধা হয়। এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের মত। এ ছাড়াও রোম, মিলানো, ভিসেঞ্জা, পালেরমোসহ বিভিন্ন শহরে প্রায় ঘরে ঘরে এখন ডলার ব্যবসায়ী। এক ঘরে দুই তিনজনও এক সাথে এই হুন্ডির ব্যবসার সাথে জড়িত। এ কারণে অনেকের নামের আগে ডলার উপাধি শোভা পাচ্ছে। তবে এই হুন্ডিতে বর্তমানে প্রবাসীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একে তো দাম কম পাচ্ছে তার ওপর দেশে গ্রাহকদের কাছে টাকা পৌঁছাতে সপ্তাহ এমন কি ১৫ দিনও লেগে যায়। যার কারণে হুন্ডি ব্যবসায়ীদের সাথে প্রবাসীদের প্রায়ই কথা কাটাকাটি, এমনকি হাতাহাতিও হয়ে যায়। তবে দুই-একজন হুন্ডি ব্যবসায়ী সময়মত টাকা পৌঁছালে দাম দেন খুব কম। যেখানে বর্তমানে দেশে ডলারের দাম ৫৪ টাকার ওপরে সেখানে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা দিচ্ছে ৫৩-৫৪ টাকা করে। তাদের কথা, দেশে ডলারের দাম কম। 'এই দামে দিলে দেন না হলে বাদ দেন'। তাই বাধ্য হয়ে সবাই এই দামে টাকা পাঠায়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অল্প সময়ে দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক উন্নতি, সন্ত্রাস দমন, শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা, শান্তিচুক্তি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, নারীর ক্ষমতায়ন, বঙ্গবন্ধুর ছবি সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন, দলীয়করণ ও আত্মীয়করণ এবং প্রবাসীদের ভোটাধিকারের প্রতিশ্রুতিসহ বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের জন্য এ পর্যন্ত নয়টি ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। এটি পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনার একটি। ইটালিতে অবস্থানরত সব প্রবাসীদের প্রাণের দাবি অতি শীঘ্রই ইটালিতে একটি ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জ খুলে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সহজ ও বৈধভাবে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা ও প্রধানমন্ত্রীর ওয়াদা রক্ষা করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করছি।

তবে রোমে বাংলাদেশ দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করেছে ইটালি থেকে মৃতদেহ দেশে পাঠাতে দূতাবাস যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে এবং অচিরেই ইটালিতে জনতা ব্যাংকের একটি এক্সচেঞ্জ খোলা হবে। এখন অপেক্ষার পালা।

Manik Chowdhury
Alte, Vicenza, Italy

গুনমা

বৈশাখী মেলা

গত ১৫ এপ্রিল ২০০১ টোকিওর ইকেবিকুরু স্টেশনের নিশিপচি (পশ্চিম পার্শ্বে) পার্কে বাংলা বৈশাখী মেলা ১৪০৮ পালিত হয়। সকাল ১১টায় ফিতা কেটে শুরু হয় বৈশাখী উৎসব। এই উৎসবের ব্যবস্থা-পনায় ছিল জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি (N G O) আর আয়োজনে A.P.F.S, স্বরলিপি কালচারাল একাডেমি, বি বয়েজ, ওৎসুবো ফাউন্ডেশন, হামিংবার্ড ও ভিটা। গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি থেকে শুরু করে বাংলাদেশে যেভাবে পালিত হয় তার চেয়ে কোনো অংশে কমতি ছিল না। পান্তা ভাত, ইলিশ ভাজা, হালিম, জিলাপি, সিঙ্গাড়া, ঝালমুড়ি, রসগোল্লা, ক্ষীর, পায়েশ, চট্‌পটিসহ নানান ধরনের দেশীয় পিঠা থেকে শুরু করে দেশী শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, চুড়ি, চামড়ার তৈরি দ্রব্যাদি, কুটির শিল্পসহ বহু স্টোরে সাজানো হয়েছিল ইকেবিকুরু পার্কটি। বৈশাখী প্যান্ডেলে গায়ক-গায়িকারা উপস্থিত শ্রোতাদের আনন্দে ভরিয়ে রাখেন। জাপানি বয়স্ক মহিলারাও বাংলাদেশী গান গাইলেন সমবেত কণ্ঠে। বৈশাখী মেলার পার্কটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছিল প্রবাসী বাংলাদেশীসহ প্রচুর ভিনদেশীদের আগমনে।

মেলায় বিদেশীরাও কম নয়

নতন বছরের উৎসবে সঙ্গীত পরিবেশন

Abdul Alim 'Ripon'
1748-2 Syowa Cho
Isesaki City, Gunma. Japan

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

- বিভাগীয় সম্পাদক

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ **প্রবাস জীবন, The Shaptahik 2000,**
96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh.

চিবাকেন

অবাক কান্ড

উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এদের ডাক বিভাগের ত্বরিত কর্মতৎপরতা হতবাক করে দেয়। অথচ আমাদের ডাক বিভাগ অন্ধকারেই রয়ে গেছে

শৈশবে জাপান সম্পর্কে মজার মজার গল্পগুলো শুনতে ভালো লাগত, যা রূপকথার মতো মনে হত। কিন্তু জাপান আসার পর নিশ্চিত হলাম, আসলে যা শুনেছি এবং জেনেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়ে ভরা এ জাপান। গ্রাহক সেবার প্রশ্নে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই তাদের গ্রাহকদের সর্বোত্তম সেবা প্রদানে এখানে সদা প্রস্তুত। এই সেবা প্রদান করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন সব অবাক কান্ড ঘটে যায় যা চিরায়ত সবাইকে ভাবনায় ফেলে দেয়। আমরা প্রবাসীরা যে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সেবা পেয়ে থাকি, তাহল ডাক বিভাগ। জাপান 'ডাক বিভাগকে' পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন এবং দ্রুত সেবাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যা দিলে বাড়িয়ে বলা হবে না বিদেশ হতে আসা সকল চিঠি এরা উন্নত যন্ত্রের মাধ্যমে বাছাই করে যত দ্রুত সম্ভব নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে সদা ব্যস্ত। কারণ এদের রয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট ও অত্যাধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা। তবে জাপান ডাক বিভাগের সেই দিনের এক ঘটনা, আমিসহ অনেক প্রবাসীকেই হতবাক করে দিল। আমি সাধারণত দেশে পত্র পাঠানোর সময় খামের ওপর প্রাপকের ঠিকানাটা শুধু লিখি। যথারীতি সেই নিয়মে ঢাকার এক বন্ধুর কাছে চিঠি পাঠাই। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বন্ধু তার বাসা বদল করায় পত্রখানা তার হাতে না পৌঁছে পুনরায় জাপান ফেরত আসে এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার নিজ হাতেই এসে পৌঁছে। আমার প্রশ্ন খামের ওপর বা ভেতর কোথাও প্রেরকের ঠিকানা না থাকা সত্ত্বেও উক্ত পত্রখানা নির্ভুল ঠিকানায় ফেরত এলো কিভাবে? বহুদিন যাবৎ জাপান আছেন এমন বড় জনরাও এর সমাধান খুঁজে পেলেন না। শেষে এক জাপানির সহায়তায় অবগত হলাম, উন্নত কম্পিউটারের মাধ্যমে লেখা শনাক্ত করে উক্ত পত্র নির্ভুল ঠিকানায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। কারণ জাপানে প্রত্যেক প্রবাসীর লেখা সংবলিত কিছু দলিল সিটি কর্পোরেশন অফিসে জমা থাকে। এ ঘটনা 'Believe it or not'-এর ঘটনাগুলোর মত অবিশ্বাস্য মনে হলেও শতভাগ সত্য। জাপান ডাক বিভাগের এসব অবাক কান্ডের পাশাপাশি নিজ অর্থাৎ 'বাংলাদেশ ডাক বিভাগ' দ্বারা সম্পাদিত উদ্ভট কর্মসমূহের কথা উল্লেখ না করলে অমর্যাদা করা হবে। কেননা জাপান ডাক বিভাগের এহেন কর্মগুলো চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় কত নিচে আমাদের অবস্থান। পত্র হারানো, ভুল স্থানে পত্র প্রেরণ, দেরিতে পত্র সরবরাহ এগুলো আমাদের ডাক বিভাগের পরিচিত চরিত্র। কিন্তু ডাক বিভাগের সম্প্রতি প্রণীত নতুন আইন আমাকে অনেক বেশি আশ্চর্যান্বিত করে দিল। দেশের বাইরে কোনো দ্রব্যাদি পোস্ট করার সময় ১৫০০ টাকা জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে, যা ৬ মাস পর ফেরতযোগ্য। আমাদের দেশে আদৌ কি সেই টাকা ফেরত পাওয়া যাবে?

Shail Abid
T 299-0102- Ichihara-Shi, 1-14-3 Aoyagi
City Cube B-101, Chibaken-Japan

জুরিখ

এরই নাম বাংলাদেশ

সম্ভবত প্রবাস থেকে যারা দেশে ফেরে তারা বোধহয় খুব অপাংক্তেয়। দেশে গেলে প্রতি পদে তাদের বিপদ ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়

গত মাসে দেশে গিয়েছিলাম বেড়াতে। বিমানবন্দরের হয়রানির কথা অনেকেই অনেক পত্রিকায় লিখেছেন। সে বিষয়ে আমি আর লিখলাম না। এবার আমি অন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম। ঢাকায় কয়েকদিন থাকার পর এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়ানোর জন্য বরিশাল যাত্রা করলাম। সদরঘাট টার্মিনাল বিল্ডিং-এর সামনে বেবিটেক্সি থামতেই ৪-৫ জন লোক এসে বলল, আমরা আপনার লাগেজ লঞ্চে উঠিয়ে দেব। বললাম, শুধু একজন আমাকে সাহায্য করলেই হবে। কারণ আমার কাছে ছিল একটা স্যামসোনাইটের লাগেজ যার ওজন বেশি হলে ২০ কেজি, আর একটা হ্যান্ড ব্যাগ যার ওজন ৮-১০ কেজি। তাদের মধ্য থেকে একজন আমার মালগুলো বরিশালগামী একটা লঞ্চে উঠিয়ে দিল। আগে থেকেই লঞ্চে বুকিং দেয়া ছিল। সুতরাং এ কাজটা করতে বেশি হলে ১০ মিনিট সময় লেগেছে। আমি যখন তাকে টাকা দিতে গেলাম তখনই শুরু হল সমস্যা। তারা আবার সেই ৪-৫ জন মিলে বলল, ৫০০ টাকা দিতে হবে। আমি প্রতিবাদ করলাম। কারণ এ কাজের পারিশ্রমিক কিছুতেই এত হতে পারে না। তারা বলল, আমরা এই কাজের জন্য লোক বুঝে ২-৩ হাজার টাকাও আদায় করে থাকি। এ নিয়ে ঝামেলা করলে লাভ হবে না। তাদের ভাষ্য মতে, স্থানীয় পুলিশ, এমপি, জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদ নেতারা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এই সরদঘাট টার্মিনালের আয় থেকে নিয়মিত ভাগ পেয়ে থাকে। একথা শোনার পরও যখন আমি বিশ্বাস করলাম না তখন তারা এমন সব শব্দ ব্যবহার করল যা আমার জন্য অপমানজনকই ছিল। ফলে তাদের দাবি মিটিয়ে সম্মান (!) বাঁচালাম। আমার মত আরো অনেক অসহায় যাত্রীই যে এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হন তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি এ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম প্রতিকারের আশায় নয়, শুধুমাত্র পাঠকদের জানাবার জন্য।

Sheik Mohammad Noor
Hallwylstrasse-40
8004 zurich, Switzerland
E-mail : sheiknoor@hotmail.com

সাইপান

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ সাইপান। গত ২৬ মার্চ প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে স্থানীয় আমেরিকান মেমোরিয়াল পার্ক অডিটরিয়ামে মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জলিল ভাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটায়। অনুষ্ঠানমালায় ছিল কোরআন তেলাওয়াত, গীতা পাঠ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বেলুন উড্ডয়ন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হোসেন ভাই, সমেজ ভাই ও নছিরুল্লাহ্। এছাড়া আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন। হোসেন ভাই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি ২৫ মার্চের কালো রাত্রি এবং ভারতে প্রশিক্ষণকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক পর্বে শিশুশিল্পী রেহানা আক্তারের ঐতিহ্যবাহী বাংলা শাড়ি প্রদর্শন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বেশ ক'জন শিল্পী দেশাত্মবোধক গান ছাড়াও লালনগীতি ও ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন।

Md. Rafiqul Islam , P.M.B- 283, P.o Box-10003, Saipan MP-96950, U.S.A

চিবাকেন

কবে হবে মুক্তি

দেশে ফিরতে চাইলেও ইচ্ছে করে না। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা অন্যদিকে টাকা ও স্বাচ্ছন্দের হাতছানি

জাপানে এসেছি প্রায় চার বছর। এদেশে খুব অল্প সময়। অনেকের সাথে কাজ করলাম, অনেক জানলাম চিনলাম, কিন্তু নিজেকে চেনা হল না। এদেশে যত বাংলার সন্তান এসেছে, ইমিগ্রেশনের হাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত কেউই দেশে ফেরার নাম নেয়নি। টাকার মায়ায় জীবন যৌবন অজান্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ ফেরার কোনো নাম নেই। দেশে আত্মীয়-স্বজনের মুখে একটু সুখের আলো দেখাবার জন্য জন্য এই সমস্ত প্রচেষ্টা। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ প্রবাসীদের ভাবিয়ে তুলেছে। সবার মুখে একই কথা– দেশে গিয়ে কি হবে? অথচ মনের মধ্যে একটুও শান্তি নেই। কিন্তু নিরুপায় প্রবাসী অসহায় পরিবার। মা তার সন্তানকে বলতে পারছে না দেশে ফিরতে। স্ত্রী পারছে না স্বামীকে বলতে, অবুঝ সন্তান যে বোঝে না কিছুই। প্রেয়সীর সময় কাটে না, প্রবাসীর মিথ্যা আশ্বাস তাকে বিরক্ত করেছে। দ্বিধান্বিত মন সিদ্ধান্তে যেতে পারে না। কিন্তু কি করবে প্রবাসী! দেশে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিদেশ করনি এমন প্রবাসী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রথমত দেশ ছাড়ার পর জীবনের সমস্ত অর্জন পরিবারে দেয়ার পরও শেষ নেই। অনেক আশা নিয়ে যখন ফেরা হয়, দেখা যায় তার করার কিছুই নেই। হয়ত সংসারের অভাব কিছুটা সাশ্রয় হয়েছে কিন্তু নিজের আশ্রয় হয়নি। গড়ে ওঠেনি ব্যবসা করার মত ভালো পরিবেশ অথবা পুঁজি নেই– পুনরায় প্রবাস। জাপানে যারা দ্বিতীয়বার আসে তাদের প্রায়ই পরিবারের সমস্যা নিয়ে। কারো ভাই,দুলাভাই, চাচা, মামা টাকার অপব্যবহার করেছে অথবা মেরে দিয়েছে। হায়রে প্রবাসী! এত শ্রম-সমস্যার পর যখন কারো মুখে দুঃখের কথাগুলো শুনি সত্যি ভয় হয়, দুঃখ হয়। মনে হয় একবারেই অনেক জমিয়ে দেশে যাবো। কিন্তু তা কি হয়? হয় না। যতই হোক নিজের পরিবার। তাদের অসুবিধা হোক আর আমাদের কাছে পয়সা গচ্ছিত থাকুক এটা কোনো প্রবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিতেই ক্ষত-বিক্ষত মন, অপরদিকে পরিবারের চাহিদা। সত্যি অসহায় প্রবাসী কঠিন হতে পারে না।

Moni, Kashiwa City, Chibaken, Japan

প্যারিস

বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সংবর্ধনা

ফ্রান্সে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী সম্প্রতি গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর ফ্রান্স ত্যাগের প্রাক্কালে ফ্রান্স প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে ফ্রান্স আওয়ামী লীগ এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গত ৪ মার্চ ২০০১ রবিবার বিকাল ৪টায় 177 Rue Charonne-75011 Paris-Ageca হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ফ্রান্স আওয়ামী লীগ-এর সংগ্রামী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বেনজীর আহমেদ সেলিম এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ-আল-বাকী। এ সময় দূতাবাসের মিনিস্টার নাসিমা হায়দারও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এবং প্রথম সচিব মুস্তাফিজুর রহমান অন্যান্যের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধানের জন্য দাবি আকারে উপস্থাপন করা হয় : ক. ফ্রান্সে বসবাসকারী বাঙালিদের সহজে পাসপোর্ট প্রদান খ. ২১শে ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বব্যাপী আবেদন গ্রাহ্য করে তোলা এবং প্রতি বছর ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং গ. সদর দপ্তরে স্থায়ী শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। সভায় বিগত ৫ বছরের আন্তর্জাতিক সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

আবদুল্লাহ-আল-বাকী, প্যারিস, ফ্রান্স

রোম

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কর্মীবৃন্দ

অনুষ্ঠানে আগত কয়েকজন

গত ২৫ মার্চ ২০০১ ইটালির ফ্লোরেন্স শহরের Via Dino Campana-22 -এ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্বে ছিলো আলোচনা সভা, আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ফ্লোরেন্স প্রবাসী প্রথম বাংলাদেশী রশীদ ভূঁইয়া মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন মিজানুর রহমান বাচ্চু মিয়া ও শহীদ উল্লাহ। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন আবুল হাসেম, মমিনুল ইসলাম ও নাজিম উদ্দিন। এক মিনিট নীরবতা পালনের পর কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন মওলানা মোঃ শাহ্ আলম হুজুর। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন রেজাউল করিম মৃধা। দ্বিতীয় পর্বে কবিতা আবৃত্তি করে শিশু জোয়াই রিয়া মৃধা, হৃদয় ও সাদিয়া এবং জামাল মিয়া। তৃতীয় পর্বে চা চক্রের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

Rezaul Karim Mridha, Segretario Culturale Associazione del Bangladesh

রোম

মাতৃভাষা দিবস পালন

বিশ্বের প্রাচীনতম নগরী ও সভ্যতার পাদপীঠ রোমে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের কর্তৃত্বে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাসান ইকবালের তত্ত্বাবধানে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভিয়া কেসিলিনা ভেক্কিয়া-৪২ বীর শহীদদের স্মরণে ভ্রাম্যমাণ শহীদ মিনার তৈরি করে। অকুতোভয় জাতীয় বীরদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সর্বপ্রথম রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসের সব কর্মকর্তা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। এরপর বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সহসভাপতি আইয়ুব খান প্রিন্স-এর নেতৃত্বে ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠন বৃহত্তর বরিশাল সমিতি, মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, 'হিরাবন' ও 'রোমের সময়' পত্রিকা, দোহার নবাবগঞ্জ ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক জোট, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। একুশের গান পরিবেশন করেন তাহেরুল ইসলাম, মিসেস তাহের। তবলায় সুধাংশু দাস। উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু ও ভাষা শহীদদের ওপর বিশেষ পোস্টার প্রকাশ এবং ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোঃ মজিবুর রহমান বাংলা ও ইটালিয়ান ভাষায় বিশেষ ক্রোড়পত্র ও কবিতা প্রচার করেন।

মোঃ মজিবুর রহমান
সভাপতি, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, ইটালি